ত্রৈমাসিক

আইসিএম বার্তা

নভেম্বর ২০১৭ইং

বাল্যবিয়ে মুক্ত সমাজ গড়তে কাজ করছে কিশোর-কিশোরীরা

ভোলায় বাল্যবিয়ে বন্ধে কাজ করছে যাচ্ছে কিশোরীরা। স্থানীয় কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে তারা নিজেদের রক্ষার পাশাপাশি সচেতন ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলছেন। বর্তমানে জেলার আটটি কিশোর- কিশোরী ক্লাবের ২৪ হাজার সদস্য শিশুদের সুরক্ষায় কাজ করছে। আর এতে করে বাল্যবিয়ে প্রবন উপকূলীয় এই অঞ্চল শিশু বিয়ের অভিশাপ থেকে ক্রমশই মুক্ত হচ্ছে। আলোর মুখ দেখছে পিছিয়ে পড়া শিশুরা। শুরু করছে নতুন করে শিক্ষা জীবন। বিশেষ করে বাল্যবিয়ের ক্ষতিকর প্রভাবে ও ঝুঁকি থেকে রক্ষায় উপায় হিসাবে সচেতন করা হচ্ছে পিছিয়ে পড়া ও ঝড়েপড়া কিশোর-কিশোরীদের। বাল্যবিয়ের সংবাদ পেলেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সহযোগিতায় বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। অনেকেই নতুন করে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছেন কিশোরী ক্লাবের সহায়তায়।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কোস্ট ট্রাস্টের অধীনে ইন্টিগ্রেডেট ইন্ডিং চাইল্ড ম্যারেজ (আইইসিএম) প্রকল্প মাধ্যমে জেলায় বাল্য বিয়ে বন্ধ ও শিশু সুরক্ষায় কাজ করছে। ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর অর্থ সহায়তা চলছে এই কিশোরী ক্লাব । আর এতে করে বদলে যাচ্ছে অবহেলিত এই জনপদের শিশু কন্যাদের ভাগ্য। ভোলা সদর উপজেলা, লালমোহন ও চরফ্যসন উপজেলার প্রতন্ত্য এলাকার ৪৪ টি ইউনিয়নে বাল্য বিয়ে বন্ধসহ শিশুদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা হচ্ছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে।

কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে একবার করে উঠান সভার আয়োজন করা হয়। বৈঠকে শিশু অধিকার, স্বাস্থ্য, পুষ্টিজ্ঞান, বাল্য বিয়ে, যৌতুক, জন্মনিবন্ধন, নিউমেনিয়া, হাত ধোয়, শিশু শ্রমসহ বিভিন্ন বিষয়ে কিশোরীদের সচেতন করে করে গড়ে তোলা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হচ্ছে। প্রতিটি ক্লাবে ৩০-৪০ জন করে সদস্যের মধ্যে একজন টিম লিডার থাকেন। এসব সদস্যদের মধ্যে দরিদ্র, অসচ্ছল, ঝড়েপড়া ও প্রতিবন্ধী শিশুরাও রয়েছে। জেলার গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে কিশোরীরা বোঝাচ্ছেন লেখা-পড়ার গুরুত্ব। দেওয়া হচ্ছে সবধরনের পরামর্শমূলক সহায়তা। অনেক অসচ্ছল ও ঝড়েপড়া শিক্ষার্থীকে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে লেখাপড়ায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

ভোলা সদরের শিবপুর ইউনিয়নের যমুনা কিশোরী ক্লাবের সদস্য ফারজানা আক্তার জানায়, তাদের ক্লাবের মোট ৩০ জন সদস্য রয়েছে। গত এক বছরে তারা ৯টি বাল্যবিয়ে বন্ধ করেছে। বাল্যবিয়ের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে- এমন কিশোরীদের তালিকা তৈরি করে বাল্যবিয়ে বন্ধ করা হয়। এছাড়াও বাল্য বিবাহের ঝুঁকিতে থাকা কিশোরীদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের অভিভাবকদের বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে বুঝানো হয়।

একই ইউনিয়নের নবম শ্রেণীর ছাত্রী সোনিয়া । দারিদ্রের কারণে গত বছর তার পরিবার তাকে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। খবর পেয়ে কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা এগিয়ে এসে আমার বিয়ে বন্ধের উদ্যোগ নেয়। বর্তমানে আবার আমি পুনরায় বিদ্যালয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু সেনিয়া নয়, সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী নাসরিন, অষ্টম শ্রেণীর ফারজানা, রিক্তাসহ অনেকেই কিশোরী ক্লাবের সহায়তায় বাল্যবিয়ের ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। পড়ালেখা শেষ করে আদর্শ মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে তারা।

স্থানীয় শিশু সংগঠক ও সাংবাদিক আদিল হোসেন তপু জানান, দ্বীপ জেলায় কিশোরী ক্লাব একটি সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত । এর মাধ্যমে কিশোরীরা তাদের নিজেদের সমস্যাগুলো নিজেরাই সমাধানে এগিয়ে আসছে। পাশাপাশি শুধু বাল্যবিয়ে নয়, সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতার জন্য ক্লাবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এ ব্যাপারে ইউনিসেফ বরিশাল বিভাগের প্রধান এ এইচ তৌফিক আহমেদ বলেন, ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ভোলায় এই প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পটিকে সারা বাংলাদেশে একটি মডেল হিসাবে দেখাতে চাচ্ছি। দেশের অন্যান্য জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে এই প্রকল্পের কার্যক্রম থাকলেও ভোলায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে আমরা কিশোর-কিশোরীদের থেকে শুরু করে সবাইকে বাল্য বিবাহ সম্পর্কে সচেতন করতে পারছি।

তিনি বলেন, আসহায়, হতদরিদ্র, স্কুলে যায়না ও শিশু বিয়ের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এমন ৪০৮ জন শিশুকে ১৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে এখানে। পর্যায়ক্রমে জেলার সবকটি উপজেলায় এর কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। এছাড়া জেলার প্রত্যকটি স্কুলকে বাল্যবিয়ে মুক্ত ঘোষণা করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান তৌফিক আহমেদ।

শিশু বিবাহ প্রতিরোধে স্কুল ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ভোলায় শিশু বিবাহ প্রতিরোধে স্কুল এর শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে শিশু বিবাহ প্রতিরোধে স্কুল ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার (৮ নভেম্বর) দুপুরে ভোলা টগবী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বে-সরকারি উন্নয়ন সংগঠন কোস্ট ট্রাস্ট এর আইইসিএম প্রকল্পের আয়োজনে ইউনিসেফের সহযোগীতায় কুইজ প্রতিযোগিতায় স্কুলের কয়েকশ শীক্ষার্থী এতে অংশ গ্রহন করে থাকে । পরে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে পুরষ্কার বিতরন করেন ইউনিসেফ এর প্রাগ্রাম স্পেশালিষ্ট তানিয়া সুলতানা। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফ এর

সিফরডি অফিসার সনজিত কুমার দাস, টগবী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: ইসমাইল, কোস্ট ট্রাস্ট এর আইইসিএম প্রকল্পের প্রকল্প সম্মনয়কারী মো: মিজানুর রহমান, সহকারী প্রকল্পসম্মনয়কারী দেবাশীষ, এডভোকেসি ও মিডিয়া অফিসার আদিল হোসেন তপু,টগবী মাধ্যমিক বিদ্যালয়রে সহকারী শিক্ষক শান্ত আচার্য, আইপিটি ফেসিলেটর সঞ্চয় কুমার দাশ সনজিত প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, শিশু বিবাহকে না বলুন, শিশু বিবাহ সমাজ, জাতি তথা দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। শিশু বিবাহ এক ধরনের অপসংস্কৃতি। এই অপসংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। শুধু তাই নয় মেয়েরা হচ্ছে মায়ের জাতি মায়ের প্রতি ভালবাসা দায়বদ্ধতা থেকে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে শিশু বিবাহ রোধ করার জন্য। কারন শিশু বিবাহ পরিবার দেশ, সমাজ ও জাতির জন্য অভিশাপ। কোন অবস্থাতেই মেয়েদের ১৮ বছর আগে এবং ছেলেদের ২১ বছর আগে বিয়ে দেয়া যাবে না।আর কেউ যদি বিবাহের ব্যবস্থা করে থাকে তার শিশু বিবাহ আইনে তার শাস্তি পেতে হবে। অল্প বয়সে বিবাহের কারনে মেয়েরা বহুবিধ রোগে আক্রান্ত হয় এবং মা হওয়ার পর অপুষ্টিতে ভুগতে থাকে। বিধায় বাল্য বিবাহের শিকার শিশুর শারিরীক অপুষ্টির পাশাপাশি মানষিক ও বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হয় না।

পুলিশের হস্তক্ষেপে ৮ম শ্রেনীর ছাত্রী শারমিনের বাল্যবিবাহ বন্ধ

ভোলার শিবপুর ইউনিয়নে এ্যাংগেজের আড়ালে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীকে বাল্য বিবাহ দেওয়ার চেষ্টাকালে পুলিশের হস্তক্ষেপে বন্ধ করা হয়। সোমবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে ৩নং ওয়ার্ডের পূর্ব শিবপুর গ্রামে মোঃ খোকনের বাড়ীতে এ ঘটনা ঘটে।

সূত্রে জানা যায়, সদরের শিবপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের পূর্ব শিবপুর গ্রামের বাসিন্দা মোঃ খোকন তার ৮ম শ্রেণীর মেয়ে শারমিনকে তার আত্মীয় মোঃ জাহাঙ্গীরের ছেলে মোঃ সজীব (১৯) এর কাছে সোমবার দুপুরে এ্যাংগেজের নামে বিবাহ দেয়ার কথা ছিলো।

স্থানীয় সরকার শাখার এলসিবিসি প্রকল্পের জেলা কো-অর্ডিনেটর আবদুস সালাম এই বাল্য বিয়ের খবর পেয়ে কোস্ট ট্রাস্ট আইইসিএম প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মিজানুর রহমানকে জানান। মিজানুর রহমান বিষয়টি ভোলা থানায় ও শিশুর সহায়তায় ফোন ১০৯৮ জানায়। পরে ভোলা থানার এসআই ছগির মিয়া পুলিশের একটি টিম নিয়ে খোকনের বাড়ীতে গিয়ে বিয়ের আয়োজন দেখতে পান। পরে শারমিনের পিতা মোঃ খোকন ও মাতা মোসাঃ পারু বেগমকে থানায় নিয়ে আসেন। খোকনের কাছ থেকে মুচলেকা ও লিখিত নিয়ে পরে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

মোঃ খোকন বলেন, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি আমার মেয়েকে পড়ালেখা করিয়ে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দিবো। মেয়ে উপযুক্ত হওয়ার আগে বিয়ে দিবেন না বলে খোকন অঙ্গীকার করেন।

বাল্য বিবাহ বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

বাল্য বিবাহ মুক্ত ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে নিয়ে ভোলার সদর উপজেলার শিবপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নে সিবিসিপিসি ও কিশোর-কিশোরী ক্লাবের পিআর দলের সদস্যদের নিয়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) পৃথক ২টি ইউনিয়নে ইউনিসেফের সহযোগিতায় ও কোস্ট ট্রাস্টের বাস্তবায়নে আইইসিএম প্রকল্পের মাধ্যমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সকালে ভোলা শিবপুর ইউনিয়ন পরিষদে সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন-শিবপুর ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান রাজীব হাসান।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন- শিবপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি এনামুল হক সেলিম, কোস্ট ট্রাস্টের বাস্তবায়নে আইইসিএম প্রকল্পের এডভোকেসিও মিডিয়া অফিসার আদিল হোসেন তপু, ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আনজুমানারা,ইউপি সদস্য মোসলেউদ্দিন মসু,আব্দুল মন্নান,রতনপুর মাধ্যমিক বিদ্যায়ল সহকারী শিক্ষক ইমারুল ইসলাম খোকন,সমাজ সেবক আ: মালেক,ঈমাম মাওলানা জামাল উদ্দিন,ওয়ার্ড প্রমোটর ইয়াসমিন আক্তার, কিশোর-কিশোরী মধ্যে বক্তব্য রাখেন- ফারজানা আক্তার,রাছেল, আমজাদ প্রমুখ।

বিকালে পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নে সভায়- প্রধান অতিথি ছিলেন ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল বারেক।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন-ইউনিয়ন সচিব মো: নোমান কোস্ট ট্রাস্ট আইইসিএম প্রকল্পের টেনিং এন্ড মনিটরিং অফিসার মনিরুজ্জামান, গেইম ফেসিলেটর সুমন চন্দ্র দাস,ইউনিয়ন সনন্বয়কারী খাদিজা আক্তার, কোস্ট ট্রাস্ট সিবিসিপিসি কমিটির ওয়ার্ড সভাপতি সায়েদ আলী,ইউপি সদস্য- আব্দুল মালেক,শাহ আলম শিকদার,ফখরুল আলম,স্বাস্থ্য সহকারী কামরুল আলম প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন-আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারনে সমাজের অধিকাংশ মেয়ের ১২-১৯ বছর বয়সের মধ্যে মেয়ের বাল্য বিয়ে হয়ে যায়। এই বিয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিবাকরা করে থাকে। ফলে সমাজের অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাই বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা না গেলে সমাজের কন্য শিশুদের জীবন সংকুচিত হয়ে পরবে। আর সরকারে দিন বদলের অঙ্গিকার ২০২১ সালের মধ্যে বাল্য বিবাহ মুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবেনা। তাই বাল্য বিবাহ বন্ধে ইউনিয়নের প্রতিটি শ্রেনী পেশার মানুষদের সঙ্গে নিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

কিশোরীদের মসিককালীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কর্মশালা

ভোলায় কিশোরীদের মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি,পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে দিন ব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৫ নভেম্বর) সকালে ভোলার হীড বাংলাদেশ ট্রেনিং সেন্টারে কিশোরী ক্লাব সদস্য ও স্কুল পড়ুয়া ৬১ জন কিশোরী নিয়ে ইউনিসেফর এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট এর সমন্বিত শিশু বিবাহরোধ কর্মসূচি (আইইসিএম) প্রকল্প এই কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালার উদ্বোধন করেন ভোলা জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর নিবাহী প্রকৌশলী মো: আকমল হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন- কোস্ট ট্রাস্ট এর

(আইইসিএম) প্রকল্প এর প্রকল্প সম্মনয়কারী মো: মিজানুর রহমান, সহকারী প্রকল্প সম্মনয়কারী দেবাশীস মজুমদার, এডমিন সিরাজুল ইসলাম, টেনিং এন্ড মনিটরিং অফিসার মনিরুজ্জামান, এডভোকেসি এন্ড মিডিয়া অফিসার আদিল হোসেন তপু প্রমুখ। প্রশিক্ষনে কিশোরীদের বিশেষ মুহূর্তে হাত দোয়া, মাসিক কালীন পরিচর্যা, স্যানিটারী ন্যাপকিন এর ব্যাবহার সহ ১৮ বছর আগে মেয়েদের বাল্য বিবাহ রোধ করার জন্য মেয়েদের সচেতন করার উপর আলোচনা হয়। পরে কিশোরীদের হাতধোয়ার উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। এসময় বক্তার বলেন, সঠিক ভাবে সঠিক সময়ে হাত ধৌত করলে ৮০ ভাগ রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। তাই শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের সকলকে সঠিক ভাবে খাবার আগে,খাবার তৈরি করার আগে,বাথরুমথেকে ফিরে হাত ধোয়ার জন্য অনুরোধ করে। কারন স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সকল কার্যক্রমে আনন্দো থাকে। তাই সুস্থ ভাবে বেচেঁ থাকার জন্য সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার কোন বিকল্প নেই বলে জানান। এসময় আগত প্রশিক্ষনার্থী সীমা, ফারজানা, তন্নি, হালিমা সহ আরো অনেকে জানান এ ধরের প্রশিক্ষনের গুরত্ব কতটুকু।

আই-ইসিএম প্রকল্পের কর্মীদের মৌলিক প্রশিক্ষন কোর্স সম্পন্ন

ভোলা জেলা কে বাল্য বিবাহ মুক্ত জেলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কোস্ট ট্রাস্টের সম্মনিত শিশুবিবাহ রোধ কর্মসূচী (আই-ইসিএম) প্রকল্পের কর্মীদের মৌলিক প্রশিক্ষন কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। ইউনিসেফের সহযোগিতায় ও কোস্ট ট্রাস্টের

বাস্তবায়নে ভোলার চরফ্যাশনে কোস্ট ট্রাস্টের প্রশিক্ষন কেন্দ্রে গত ২১নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত ৫ ব্যাচে ১৩৫ জন এই প্রশিক্ষন কোর্স অংশ নেয়।প্রশিক্ষনে প্রকল্পের লক্ষ্যে, উদ্দেশ্য, ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়ে কর্মীদের সাথে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষন কোর্সে উপস্থিত থেকে কোর্স মনিটরিং করেন- ইউনিসেফের চাইল্ড প্রটেকশন অফিসার মমিনুন্নেছা শিখা, ইউনিসেফের সিফরডি অফিসার সনজিত কুমার দাশ।

টেনিং কোর্স পরিচালনা করেন- কোস্ট ট্রাস্ট এর (আই-ইসিএম) প্রকল্প এর প্রকল্প সম্মনয়কারী মো: মিজানুর রহমান, সহকারী প্রকল্প সম্মনয়কারী দেবাশীস মজুমদার, ,টেনিং এন্ড মনিটরিং অফিসার- মো: ইউনুস ও মনিরুজ্জামান প্রমুখ। প্রশিক্ষন কোর্সে অংশ গ্রহন কারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- ওয়ার্ড প্রমোটর, ইউনিয়ন সম্মনয়কারী, পিয়ার এডুকেটর, এডভোকেসি এন্ড মিডিয়া অফিসার, আইপিটি ফেসিলিটেটর, গেইম ফেসিলিটেটর, সেনিমার্ট সেন্টার অপরেটর, টেনিং এন্ডমনিটরিং অফিসার, এলসিবিসি প্রকল্পের ইউনিয়ন কো-অর্ডেনেটর প্রমুখ।

প্রশিক্ষন কোর্সে প্রতি ইউনিয় ওয়ার্ডে, পৌর সভায় সবার সম্মেলিত ভাবে কিভাবে বাল্য বিবাহ বন্ধ করা যায়। এই কাজে স্থানীয়দের অংশ গ্রহন বাড়ানো,কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রমে গতিশীল আনা সহ নানা বিশষ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ভোলায় শিবপুর ইউনিয়ন ওর্য়াড শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ভোলায় শিবপুর ইউনিয়ন ওর্য়াড (সিবিসিপিসি) শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে শিবপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের জালাল মেম্বার বাড়িতে ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় কোস্ট

ট্রাস্ট আইইসিএম প্রকল্পের এর উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ওয়ার্ড সিবিসিপিসি কমিটির সদস্য কালু মিস্ত্রী এর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন কোষ্ট ট্রাষ্ট আইইসিএম প্রকল্পের এডভোকেসি ও মিডিয়া অফিসার আদিল হোসেন তপু, ইউনিয়ন সম্মনয়কারী আনজুমানারা, সিবিসিপিসি কমিটির সদস্য আবু সুফিয়ান,হারুন,জাকির,ক্যালাম চৌকিদার সহ আরো অনেক। এসময় বক্তারা বলেন, বাল্য বিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। বাংলাদেশ সরকার বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু সরকারের নিষেধকে উপেক্ষা করে অনেক জায়গাতে বাল্য বিবাহ হচ্ছে । স্থানীয় জন প্রতিনিধিরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি সার্থ চিন্তা করে এসমস্ত বিষয় গুলোকে এরিয়ে যাচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে শিশু বিবাহ বন্ধে (সিবিসিপিসি) কমিটিকে এগিয়ে আসতে হবে।পাশাপাশি ওর্য়াডে কোন বাল্য বিবাহ হলে তা প্রতিরোধে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারি সংস্থার সাহায্য নিতে হবে। এসময় বক্তরা ওর্য়াড পর্যায়ে কিশোর কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম তরান্বিত করার ও নিয়োমিত ক্লাব পরিদর্শন করার কথা বলেন। এসময় বক্তারা বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও ৪৫ দিনের মধ্যে শিশুর জন্ম-নিবন্ধন ও সকল নাগরিকের দ্রুত জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার আহবান জানান। তাহলে বাল্য বিবাহ রোধ করা সম্ভব হবে বলে বক্তরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

"মেয়ে ১৮, ছেলে ২১" বাল্য বিয়ে বন্ধ করুন, সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ুন, কন্যা শিশুদের নিরাপদ পরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে আগামীর বাংলাদেশ' বাল্য বিবাহকে না বলুন, এই স্লোগানকে সামনে নিয়ে সম্প্রতি ভোলা

সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শপথ নেয় স্কুলের কয়েকশ শিক্ষার্থীরা।

পত্রিকার পাতা থেকে

The Daily Protidiner Sangbad

প্রতিদিনের সংবাদ

www.protidinersangbad.com

বাল্যবিয়ে থেকে রক্ষা পেল দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী

● ভোলা প্রতিনিধি

এবার কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের সহায়তায় প্রশাসন ও সাংবাদিকদের হস্তক্ষেপে বাল্যবিয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মালা বেগম। মঙ্গলবার দুপুরে মালার গায়ে হলুদ ও রাতে রাজাপুর ইউনিয়নের প্রবাসী সবুজের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। খবর পেয়ে কোস্ট ট্রাস্ট (আইইসিএম) প্রকল্পের পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের জবা ক্লাবের সদস্য সুমি ও চৈতির মাধ্যমে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের সহায়তায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এ বাল্যবিয়ে বন্ধ করা হয়।

পরে স্থানীয় প্রশাসন এসে আঠারো বছরের আগে মালার বিয়ে নয় এই মর্মে মুচলেকা নিয়ে বাল্যবিয়ের হাত থেকে মালাকে রক্ষা করে। এদিকে মালার সহপাঠীরাও চায় মালা যেন পড়াশোনা চালিয়ে যায়। ভোলার সদর উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের চর ছিপলী গ্রামের কৃষক হাছান ও ফুল রানী বেগমের তিন মেয়ের মেঝো মালা বেগম। ভোলা সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্মকর্তা রুহুল অমিন বলেন, আমরা মেয়ের আঠারো বছর না হওয়ায় মেয়ের পরিবার ও স্থানীয়দের সামনে বিয়ে ভেঙে দেই। এবং মেয়ের পরিবারের মুচলেকা নেই যে আঠারো বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবে না। যদি কোনো নকল কাগজ বানিয়ে বিয়ে দেওয়া হয় কিংবা চেষ্টা করা হয় তাহলে বাল্যবিয়ের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য
কোস্ট ট্রাস্ট- আই-ইসিএম প্রকল্প
প্রকল্প কার্যালয়-
সার্কিট হাউজ রোড,চরনোয়াবাদ, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
ফোন- ০১৭১৩৩২৮৮০৪
mizanur.coast@gmail.com
www.coastbd.net